ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ (দ্বিতীয় পর্ব)’ এর ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: করোনা ভাইরাস ডিজিজ, ২০১৯ (কোভিড-১৯) সংক্রামক রোগটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচিত। ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৩১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭২১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি সারা বিশ্বে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিশ্ব বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ৮ মার্চ করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এবং ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বমোট ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৬৮৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং ৫ হাজার ৯ শত ২৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। মোট আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে সারা বিশ্বের মধ্যে ২০তম অবস্থানে রয়েছে। দেশে করোনার সংক্রমণের মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে কমে আসলেও এটি এখনো একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে বিরাজমান। করোনার প্রভাবে সারা বিশ্বের সাথে সাথে বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম স্থবির হয়েছে পড়েছে, এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থানসহ সামগ্রিক অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্মুখীন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতোপূর্বে টিআইবি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণ শুরুর প্রথম তিন মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা ১৫ জুন ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণায় সংক্রমণের প্রথম তিন মাসের মধ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে কী ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং কী ধরনের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই দ্বিতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি বা আওতা কতখানি?

উত্তর: পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আটটি বিষয়ে, যথা– করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন; করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম); করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা); সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা); কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন); সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ, করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি; এবং ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহ বিষয়ে এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস হিসেবে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত পদ্ধতি ব্যবহার করে অনলাইন ও টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে ৪৭টি জেলা থেকে ১ হাজার ৯১ জন

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৩৫টি জেলা থেকে নগদ অর্থ প্রণোদনা এবং ৩২টি জেলা থেকে ওএমএস কার্ডধারীর মধ্য থেকে যথাক্রমে ১ হাজার ৫০ জন এবং ৯ শত ৬০ জন উপকারভোগীর এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় ৩৫টি জেলা থেকে ৭টি মেডিকেল কলেজ ও ৩০টি জেলা হাসপাতাল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, গুণগত তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার এবং ৪৩টি জেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে দলীয় আলোচনা হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস হিসেবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: এই গবেষণায় ১৬ জুন থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সময়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় সুশাসনের ৭টি নির্দেশক যথা– আইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পরীক্ষাগার ও নমুনা পরীক্ষার সম্প্রসারণ; পরীক্ষাগার সম্প্রসারণে এলাকা ও শ্রেণি; করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ; পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন; প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে বিতরণ; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান; অকার্যকর কমিটি; পরীক্ষাগারের সক্ষমতা; চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতা; হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা; হাসপাতালে মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী; কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে কার্যকরতা; করোনা সংক্রমণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ; মতপ্রকাশে বিধি-নিষেধ; ক্রয় সংক্রান্ত; বিশেষ প্রণোদনা; সরকারি ক্রয়; নমুনা পরীক্ষা; নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি; চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রভৃতি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো– করোনা মোকাবিলায় সরকারের কিছু কার্যক্রমে উন্নতি হলেও পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। স্বাস্থ্যখাতে ইতিমধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে, এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রমে সংকট এখনো চলমান। সংঘটিত এসব অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য খাতের ওপর মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। একইভাবে সরকারের ত্রাণসহ প্রণোদনা কর্মসূচি থেকেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুবিধা লাভের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বিতরণকৃত ত্রাণ হতে প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিবেচনায় আড়াল করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এছাড়া তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সরকারের সংকোচনমূলক নীতি প্রয়োগের (সেবা ও নমুনা পরীক্ষা হ্রাস) মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা হ্রাস হওয়াকে 'করোনা নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে দাবি এবং রাজনৈতিক অর্জন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে এখনো আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান। শীত মৌসুমে করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কার্যকর প্রস্তুতির অভাব। শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ, পরীক্ষায় ফি নির্ধারণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের অনুকূলে পক্ষপাত করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা সেবা ও প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে এখনো পৌঁছেনি।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে টিআইবি ১৫ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো– স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে। জরুরিসহ সকল ক্রয় ই-জিপিতে করতে হবে; করোনা সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাত মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে; বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সকল জেলায় সম্প্রসারণ করতে হবে, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে; ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালের সেবাসমূহকে (আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি) করোনা চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে; দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে নিয়মিত সভা করতে হবে এবং করোনায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে; করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে যে বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করতে হবে; গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে সরকারি ক্রয়, করোনা সংক্রমণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ত্রাণ ও প্রণোদনা বরাদ্দ ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে; আইসিটি আইন বাতিল বা সংশোধন করতে হবে এবং হয়রানিমূলক সব মামলা তুলে নিতে হবে; বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে; সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত সাময়িক বরখাস্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ মামলা পরিচালনা করতে হবে। এসব জনপ্রতিনিধিদের পরবর্তী যে-কোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা বাতিল ঘোষণা করতে হবে এবং সম্মুখসারির সব স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য প্রণোদনা দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত তথ্য করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অংশীজনের সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত